মেট্রো-ঘাতি!

মনে আমার এতো কষ্ট! এত বড়ো পৃথিবীতে কি একটা মানুষ নেই... যে দুদন্ড দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনবে?

সবাই ব্যস্ত। নিজের কাজে। অথচ তাদের নিজের জন্যেই কোন সময় নেই যে বারান্দায় গাছ-ফুল-পাখি-আকাশ দেখতে দেখতে সকালের চায়ের কাপে চুমুক দেয়। তারা আবার আমাকে সময় দেবে কি করে? চায়ে চুমুক দিতে দিতে আরো দুটো হাতের কাজ সেরে নিতে পারলেই যেন ভাল। বাবা-মা-দাদা-বৌদি-বুবুন, আমার ছোট ভাই, সবাইকে সেদিন বলতে চেষ্টা করেছিলাম - আমার মন ভালো নেই। আমার কথাটা তোমরা একবার শুনেই দেখো না। কে-উ শুনলে না। এখন যা-আ-আ বলে রীতিমতো হাটিয়ে দিলে।

আর সইতে না পেরে - সোজা চলে গেলাম কালিঘাট মেট্রো স্টেশন। ওখানকার 'থার্ড রেল' আমার কথা নিশ্চয়ই শুনবে, বুঝবে। আমাকে কাছে টেনে নেবে। এই কথা-না-বলতে-পারার-যন্ত্রণা আর বয়ে বেরাতে হবে না আমাকে। দাঁড়িয়ে ছিলাম সুযোগের অপেক্ষায়। ভীড়টা একটু হালকা হলেই ...

হঠাৎ, হঠাৎই, একজন পাশে এসে আমার গায়ে চারটে আঙুল ঠেকিয়ে অতি পরিচিত নরম সুরে বললে - মনটা... ভা...লো নেই...? চমকে ঘুরে তাকিয়ে দেখি - সাদা সার্ট, নীল জিন্স্-এর প্যান্ট আর পায়ে স্নিকার পরা একজন - মহিলা না পুরুষ বুঝলাম না। পুরুষই হবে - না হলে আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলবে কেন! কিন্তু গলার স্বরটা তো..... সে যাই হোক্ - মেয়ে পুরুষ বা অন্য কেউ - আমার মন ভাল নেই কি করে জানলে!! শুধলাম,

- আপনি কি করে জানলেন?
- আপনাকে দেখে মনে হলো।
- একদম ঠিক ধরেছেন। এই সহজ কথাটা আমার বাড়ির কেউ বোঝে না।
- হয়তো বোঝে, কিন্তু বোঝাতে পারে না। সবার বোঝাবার ভাষা তো এক হয় না।

- এই যে আপনি নিজে নিজেই বুঝে গেলেন। কাকা একটু বোঝে, কিন্তু আজ না।
- আজ হয়তো কাকার নিজের মনটাই ভালো ছিল না।
- সে আবার হতে পারে নাকি!!!
- কেন নয়? আপনার যদি মন ভালো না থাকে, কাকারও না থাকতে পারে।
- আসলে জানেন আমার সঙ্গে কথা বলার কেউ নেই। কেউ *আমাকে* বোঝে না আমার *সুবিধা-অসুবিধা* গুলো বোঝে না।
- একটা কাজ করুন না - আপনিই বরং অন্যের সুবিধা অসুবিধা বুঝতে শুরু করে দিন।
- তা কি করে হয়?
- কেন নয়?
- আমার যে ভীষণ একা লাগে....
- কিন্তু আপনি তো একা নন।
- কি করে? যার কথা শোনার ***কে-উ*** নেই সে একা নয়? আপনি যান্ তো।

কথাটা বলে ধপ্ করে স্টেশনের মাটিতে বসে পড়লাম হতাশ হয়ে। সেই মানুষটাও আমার মুখোমুখি বসে পড়ল। একটা ট্রেন চলে গেল। বললাম,
- এ কি! আপনার কাজ নেই?
- আছে।
- তাহলে ট্রেনটা ধরলেন না?
- আপনার সঙ্গে কথা বলছি তাই।
- আপনার দেরি হচ্ছে না?
- হচ্ছে।
- তাহলে?
- আচ্ছা আপনি যে বলছেন আপনি একা কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন আপনি কোন অবস্থাতেই একা নন। কেউ না কেউ সঙ্গে আছে।
- কি করে?
- আপনার একটা ঘর আছে তো?
- আছে।

- সেখানে টিকটিকি আসে না?
- হাঁ, আসে তো।
- পিপড়ে? মাকড়সা? আরশুলা?
- আসে।
তারপর মানুষটা বলে কি -
- তাহলে আপনি একা কোথায়? কেউ না কেউ তো সবসময়ই সঙ্গে থাকে। মাকড়সারা সারাদিন সারারাত আপনার ঘরে জাল বোনে। আপনি দেখতে পান না। তেমনি বাড়ির অন্য মানুষগুলোও আপনার জন্যে কিছু না কিছু করে। আপনি দেখতে পান না। বাড়িতে কে রান্না করে? মা। কে কাপড় কেচে দেয়?
- লাকির মা।
- আর যে টিকটিকিটা রোজ আপনার আলোর আড়ালে বসে থাকে! সে তো আপনাকে বা আপনার ঘর ছেড়ে যায় না।
- ঠিক বলেছেন। আপনি কি করে জানলেন এতসব কথা?
- আমি যে ওদের নিয়েই থাকি। ওদের সঙ্গেই কথা বলি।
- আমার ঘরেও তো টিকটিকি আছে। মাকড়সার জাল আছে।
- তবে! আপনার তো একা লাগবার কথাই নয়।

মানুষটা এতো কথা জানলো কি করে?

এমন সময় আবার ট্রেন এলো। আমি দৌড়ে ট্রেনের দিকে যেতে যেতে বললাম,
- থ্যাংক ইউ। আমার ঘরেও টিকটিকি আছে। মাকড়সা আছে।

সেদিন থেকে আমি আ-র একা নই!!!

(*হুবহু সত্য ঘটনা অবলম্বনে - সুপ্রীতি পাহাড়ী*)

(ক) আরকেড ইনফোটেক